আবারও ছাত্রলীগের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের ৬ শিক্ষার্থী নির্যাতিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। 'গেস্টরুমে যেতে দেরি করায়' তাদের লাঠিপেটা করেন ছাত্রলীগ কর্মীরা। গত মঙ্গলবার রাত ১২টার দিকে ওই হলের ১০২৭ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের শিক্ষার্থী এইচআর মারুফ, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের আশরাফুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আরিফ ও আইন বিভাগের নাবিল।

advertisement

তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং হল শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হোসেনের অনুসারী। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা হলেন- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রিসালাত, ফিন্যান্স বিভাগের শান্ত, অর্থনীতি বিভাগের মুইন, আরবি বিভাগের ইউনূস, ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সোহাগ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের নাঈম।

জানা যায়, ঘটনার দিন রাতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের ক্রিকেট ম্যাচ থাকায় বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী (ভুক্তভোগী) ছাত্রলীগের বেঁধে দেওয়া সময়ে গেস্টরুমে উপস্থিত হতে পারেননি। তাই তাদের বিচার করার জন্য আলাদাভাবে গেস্টরুমে ডেকে নেওয়া হয়। চড়-থাপ্পড় থেকে শুরু করে লাঠিপেটা পর্যন্ত করা হয় তাদের। ১০২৭ কক্ষটি ছাত্রলীগের তথাকথিত গেস্টরুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে এর আগেও প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নানাভাবে নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত ছাত্রলীগকর্মী আরিফ ও আশরাফুল বিষয়টি অস্বীকার করেন। তারা বলেন, এটা পুরোপুরি মিথ্যা ও বানোয়াট। এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। আপনারা হলে আসেন। খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। তবে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হোসেন বলেন, ওইদিন রাতে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। পরবর্তীতে আমি এটা সমাধান করে দিয়েছি। ওদের আমি নিষেধ করে দিয়েছি এর পর যাতে আর কোনো ঘটনা না ঘটে।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মাসুদুর রহমান বলেন, আমি সাংবাদিকদের মাধ্যমে ঘটনা জেনেছি। আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি। এখনো পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। ১০২৭ নম্বর কক্ষে কাউকে সিট না দিয়ে ফাঁকা রাখা হয়েছে এমন অভিযোগের বিষয়ে প্রাধ্যক্ষ বলেন, আপনি হলে এসে খোঁজ নিয়ে দেখেন।